গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
(ক্রীড়া-২ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নাম্বার ৫৮, ১৯৮৩) এর বিষয়বস্তু পরিমার্জনপূর্বক নতুনভাবে প্রণীত ''বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংক্ষেপে বিকেএসপি, ইংরেজীতে Bangladesh Institute of Sports আইন, ২০১৭'' এর খসড়া চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ	:	মোঃ আসাদুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত সচিব(বর্তমানে সচিব), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
স্থানঃ	:	সম্মেলন কক্ষ
তারিখঃ	:	০১ আগস্ট, ২০১৭
সময়ঃ	:	সকাল ১১.০০ টা
উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকাঃ	:	সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-'ক')।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম সচিব (ক্রীড়া-২) এর প্রতিকল্প কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। উপ সচিব (ক্রীড়া) সভায় প্রণীত বিষয়বস্তু বিস্তারিত তুলে ধরেন। এরপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন এবং মতামত প্রদান করেন। তাঁরা কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনীর প্রস্তাব করেন। তাছাড়া কিছু কিছু বাক্য সহজীকরণ ও প্রমিতকরণ এর ওপর মতামত দেন।

''বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩'' (অধ্যাদেশ নাম্বার ৫৮, ১৯৮৩) এর ওপর আনীত সংশোধনীসমূহ নিম্নরূপ; (শুধুমাত্র পরিবর্তিত অংশসমূহ দেখানো হয়েছে)

ভূমিকার শেষ প্যারাতে নিম্নলিখিত বাক্য যুক্ত হবে।

যেহেতু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ....
.....
.....
সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এবং যেহেতু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে Centre of Excellence হিসাবে গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে ইহার পরিচালন নীতিমালায় পরিবেশ, লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধী বান্ধব, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট (Stress Management), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System বা GRS) ও সবুজ(Green) প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের মতো বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন বিধায় সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম প্রয়োগ ও প্রবর্তনঃ

(১) এই আইন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(বিকেএসপি, ইংরেজীতে Bangladesh Institute of Sports) আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

৩। প্রতিষ্ঠান স্থাপনঃ

(১) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নাম্বার ৫৮, ১৯৮৩) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(বিকেএসপি, ইংরেজীতে Bangladesh Institute of Sports) এমনভাবে অভিহিত হইবে যেন উহা এই আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠানটির স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) প্রতিষ্ঠানটি স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। কার্যালয় স্থাপনঃ (সাধারণ নির্দেশনা বাদ যাবেঃ

ইহার একটি প্রধান কার্যালয় থাকিবে। সরকার বাংলাদেশের যে স্থান উপযুক্ত মনে করিবেন সেই স্থানে ইহার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবেন।

শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে, সরকারের অনুমোদনক্রমে ইহার এক বা একাধিক আঞ্চলিক/ শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাইবে।

৫। বোর্ডঃ

(ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ),(ঝ)তে সচিব এর পরিবর্তে সিনিয়র সচিব/সচিব লিখতে হবে।

(ছ) কারিগরী শব্দটি হবে কারিগরি

(জ) সমাজ কল্যাণ এর পরিবর্তে একত্রে সমাজকল্যাণ লিখতে হবে।

ক্রমানুসারে (ট), ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (ঞ), সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর ওপরে বসবে।

(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ০২(দুই)জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব.....মহিলা)

৬। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমঃ

নতুন ভাবে লিখতে হবে, যেমনঃ

(ক) " পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক দেশের নির্ধারিত বয়স বা বয়সসীমার বালক/বালিকাদের মধ্য হইতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভা অন্বেষণ করা, তাদের বিকেএসপি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার সুযোগসহ ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান"

(খ) উন্নতমানের ক্রীড়া বিজ্ঞানী..... সম্ভাবনাময় ক্রীড়া বিজ্ঞানী.....প্রশিক্ষণ প্রদান।

(গ) ক্রীড়া বিজ্ঞানী, কোচ.....পরিচালনা করা। ক্রীড়া বিজ্ঞানী বলিতে যিনি ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রখর জ্ঞান এর অধিকারী।

(জ) দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ক্রীড়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য .....সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন.....অভিজ্ঞতা বিনিময়;

(ঞ) .....সরকারকে..... পরামর্শ প্রদান। এক্ষেত্রে (ছ) সবার শেষে হবে।

৭। বোর্ডের সভাঃ

৭ (২) ন্যুন এর পরিবর্তে ''ন্যূন" হবে।

৭(৩) কারিগরি এবং নীতি নির্ধারণী বিষয়ে বোর্ড প্রয়োজন মনে করিলে ক্রীড়া পরিদপ্তর/ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে বোর্ড সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

৭ (৬) বোর্ড গঠনের ..... যাইবে না। বা আদালতে মামলা করা যাইবে না।

৭ (৮) প্রতি ০৩(তিন) মাসে বোর্ডের ন্যূনতম ০১(এক)টি সভা করিতে হইবে। .... যাইতে পারে।

৭(৯) নীতি নির্ধারণী বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে জরুরী প্রয়োজনে কার্য সম্পাদন করা হইলে অনতিবিলম্বে তাহা অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

৮। মহাপরিচালকঃ

(১) প্রতিষ্ঠানে একজন মহাপরিচালক থাকিবেন;

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কাজকর্ম এবং তহবিল পরিচালনা করিবেন এবং প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিচালনা ও বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন;

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মহাপরিচালক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদিঃ

(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটি ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। কমিটিঃ

বোর্ড ইহার কার্যাবলী ..... কমিটি গঠন.....কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১২। প্রতিষ্ঠানের তহবিলঃ

২(গ) .....বৈদেশিক ঋণ/অনুদান এবং

(ঘ) প্রতিষ্ঠান এর নিজস্ব আয়।

১৩। প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদিঃ

১৩(ক) প্রতিষ্ঠান প্রতি আর্থিক বছর.....পেশ করিবে।

১৩(খ) নিরীক্ষা হিসাবঃ উপযুক্ত অডিট ফার্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা হিসাব কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৩(গ) বার্ষিক প্রতিবেদন : প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

১৪(ক) বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা : এই আইনের .....করিতে পারিবে।

(খ) প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা :

প্রতিষ্ঠান এই আইনের .... করিতে পারিবে।
এই ধারার ....কার্যকর হইবে।

১৫। রহিতকরণ ও হেফাজতঃ (সম্পত্তি, হস্তান্তর ইত্যাদি এর পরিবর্তে).....এই আইন বলবৎ হইবার সাথে সাথে পুরাতন অধ্যাদেশ রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং পূর্বের অধ্যাদেশের অধীনে সম্পাদিত কার্যক্রম শেষ হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং পূর্বের অধ্যাদেশের অধীনে কোন অনিষ্পন্ন কাজ থাকিলে তাহা এই আইনের অধীনে সম্পন্ন হইবে।

(ক) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন, বিধিবিধান, সম্মতি বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন প্রারম্ভিকভাবে বাংলাদেশ স্পোর্টস ইনস্টিটিউট অতঃপর উক্ত ইনস্টিটিউট হিসাবে উল্লিখিত, এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(বিকেএসপি) হিসাবে অভিহিত হইবে;

(খ) স্পোর্টস ইনস্টিটিউটের সকল প্রকার সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুযোগ-সুবিধা এবং উক্ত ইনস্টিটিউটের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(বিকেএসপি) এর নিকট হস্তান্তরিত বা ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) স্পোর্টস ইনস্টিটিউটের সকল এবং যে কোন প্রকারের ঋণ, দায়বদ্ধতা এবং প্রতিশ্রুতি সরকার কর্তৃক অন্যবিধ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(বিকেএসপি) প্রতিষ্ঠানের ঋণ, দায়বদ্ধতা এবং প্রতিশ্রুতি হইবে;

(ঘ) স্পোর্টস ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং প্রতিষ্ঠানে তাহাদের বদলির অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের জন্য যে সকল শর্তাবলী প্রযোজ্য ছিল উহা অব্যাহত থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত না এই প্রতিষ্ঠানের চাকুরির অবসান হয় অথবা যে পর্যন্ত না তাহাদের চাকুরির শর্তাবলি সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবর্তিত হয়; তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, এই প্রতিষ্ঠানে তাহার চাকুরি অব্যাহত না রাখিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারিবেন। কেউ চাকুরি ত্যাগ করিলে তিনি সরকারের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

১৬। <u>যে কোন ক্রীড়া সংস্থার প্রকল্প বদলীঃ</u>

(১) বর্তমান প্রচলিত.....স্থানান্তরিত হইবে, অনুরূপভাবে এই প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা যাইবে।

(২) সরকার নির্বাহী আদেশ/সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন ক্রীড়া প্রকল্প , যে নামেই পরিচালিত হউক না কেন, এই প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর, ইহার সাথে একত্রীকরণ বা ইহার অধীনে ন্যস্ত করিতে পারিবে এবং এইরূপ স্থানান্তরিত/একত্রীকৃত বা ন্যস্তকৃত প্রকল্পের সরকার থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও অন্যান্য সম্পদ, এই প্রতিষ্ঠানের অনুদান/সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

সভায় অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/৮/২০১৭
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

চলমান পাতা

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৮০.১৫.০০৭.১৫- ১৯৪ তারিখঃ ২৪ আগস্ট, ২০১৭।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৬।
০৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
০৬। উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,গাজীপুর।
০৭। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১০। সচিব, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। যুগ্মসচিব (সকল), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা। ঢাকা। (কার্যবিবরণীর সংশোধনীসমূহ অধ্যাদেশে অন্তর্ভূক্ত করে দ্রুত প্রেরণের অনুরোধসহ)।
১৬। পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, ঢাকা।
১৭। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
১৮। উপ-সচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪/০৮/২০১৭
(মোরশেদা আখতার)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৬৫৬১।